যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষা ভবনে দুর্নীতি

শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি গ্রাসরুট পর্যন্ত ছড়ানো— এই সত্যটি বাস্তবে ফুটিয়া উঠিয়াছে গত রবিবার। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) সংঘবদ্ধ দালাল চক্রের এক সদস্যকে নিরাপত্তাকর্মীরা হাতেনাতে ধরিয়া ফেলে। ঘুষ-দুর্নীতি ছাড়া শিক্ষা ভবনে কোন রকম ফাইলই নড়ে না। এই অভিযোগ অতীতে বহুবারই অস্বীকার করা হইয়াছে। বাস্তব হইতেছে বামহস্তের কারসাজি ব্যতীত কোন ফাইলই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার টেবিল পর্যন্ত গড়ায় না। যে অভিযোগ গোটা দেশে 'চাউর' উহা সেই অফিসের প্রধান অধিকর্তার কর্ণগোচরে না পৌছাইবারই কথা নহে। বর্তমান মাউশি অধিকর্তা কঠোর ভাষায় বলিয়াছেন, কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি কোন রকম অসহযোগিতা করে, তাহা হইলে ভুক্তভোগীরা যেন তাহার দফতরে আসেন। কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না, দালাল চক্র এবং সংঘবদ্ধ কর্মচারী নেতারা কোন শিক্ষককেই তাহার দোর পর্যন্ত পৌছাইতে দেয় না। কেহ অভিযোগ করিলে তাহার ফাইল মাসের পর মাস গায়েব হইয়া যায়। পরিস্থিতির উন্নতির কথা বলা হইয়াছে ওয়ান-ইলেভেনের পর। ঘুষ নাকি শিক্ষা ভবন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। একজন শিক্ষক নেতা বলিয়াছেন, ঘুষ-দুর্নীতিটা এখন আরও প্রাতিষ্ঠানিক হইয়াছে। তিনি রবিবারের ঘুষ-দুর্নীতির বিষয়টিকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বিগত সরকারের আমলে টিআইবির ঘুষ-দুর্নীতি সংক্রান্ত ব্যারোমিটারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই মাউশির দুর্নীতি শীর্ষ পর্যায়ে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজনীতিক সরকারের আমলে দালাল চক্রের যোগসাজশে পরিস্থিতিটা ভয়াবহ রূপ লইয়াছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও ঘুষখোররা সক্রিয় এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাকের ডগার ওপর দিয়া অন্যায়, অবৈধ, বেআইনি কাজ চলিয়া যাচ্ছে। খোদ শিক্ষা অধিদফতরের শিক্ষককুলের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তারাই যদি এই রকম অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া চলেন, তাহা হইলে শিক্ষাঙ্গনে, শিক্ষকদের নিকট হইতে ন্যায়-কর্তব্যপরায়ণ হইতে বলিবেন কেমন করিয়া? শিক্ষা ভবন হইতে ঘুষ-দুর্নীতির মূলোৎপাটনে কি কি পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে, উহা তাহারাই ভালো বলিতে পারিবেন। কেননা তাহারাই ওই অন্যায় আর অবৈধ কাজের সহিত জড়িত। অন্যায়কারীদের যেইখানেই বদলি করা হউক না কেন, তাহারা সেইখানকার পরিবেশই গান্ধা করিয়া ছাড়িবে। এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতি বন্ধের উপায় কি?

প্রথমত, শিক্ষা ভবনে যে সকল কাজে শিক্ষকগণ আসেন, সেই সকল কাজ জেলা পর্যায়েই সম্পন্ন করা যাইতে পারে। কেবল যে সকল কাজ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন, সেইগুলিই শিক্ষা অধিদফতরে পাঠানো যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষ অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা লইতে হইবে। অপরাধী শাস্তি পাইলে অন্যরাও সতর্ক হইবে এবং দুর্নীতির পথে পাংবাড়াইবে না।